UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

জুলাই-আগস্ট ২০১৫ July-August 2015

২৮তম বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা Volume-XXVIII, No. VII & VIII

স্থিতিশীল উন্নয়নে সঞ্জীবিত বৈশ্বিক অংশগ্রহণ

দেশ ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ রচনা

জাতিসংঘের জন্য ২০১৫ সাল হবে উন্নয়ন এজেন্ডার বীজগর্ভ। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে আদ্দিস আবাবায় প্রত্যাশিত চুক্তির প্রধান বিষয় হবে স্থিতিশীল উন্নয়নে অর্থায়ন। পরে একই বছরের সেপ্টেম্বরে একটি বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা সংবলিত একটি ফলশ্রুতি দলিল গৃহীত হবে এবং ২০১৫ সালে ডিসেম্বরে প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) পক্ষগুলোর সম্মেলনের (সিওপি ২১) একুশতম অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর একটি উচ্চাভিলাষী ও সুদূরপ্রসারী চুক্তি অর্জিত হবে বলে জোরালো প্রত্যাশা রয়েছে। চুক্তির ধারা বিন্যাস মানুষ এবং আমাদের ভঙ্গুর গ্রহের জন্য রূপান্তরমূলক কার্যক্রম, নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে।

এসব স্থিতিশীল উন্নয়ন চুক্তির ধারণার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একটি সমন্বিত কাঠামো এবং বিপুল সম্পৃক্ততাভিত্তিক বাস্তবায়নকে জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহাসচিব বলেছেন যে, ২০১৫ সাল 'অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ও পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের

উদ্দেশ্যের সঙ্গে বৃহত্তর জাতিসংঘ এজেন্ডাকে সমন্বিত করায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ এনে দেবে।' সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধনী-দরিদ্র উভয় দেশে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার সার্বজনীনতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার ইচ্ছা। দরিদ্রের জন্য ধনীর সুবিধামূলক ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বের সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষিত হবে না বরং তার জন্য 'প্রয়োজন হবে সমগ্র বিশ্বে সবার বহুবিধ কার্যক্রম। উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে ধনী দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি তাদের সহায়তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। সরকার, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও বিদ্বজ্জনের সম্পৃক্ততায় চলতি মান নতুন এজেন্ডায় সাফল্য বা সার্থকতা নিরূপণ করবে। এটা হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সঞ্জীবিত অংশীদারিত্বের একটা ভিত্তি।

২০১৫-পরবর্তী স্থিতিশীল উন্নয়ন এজেন্ডার ভিত্তি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এসডিজি) মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উন্মুক্ত কার্যগ্রুপের প্রস্তাবিত ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) উন্নয়নের যে মশাল জ্বালিয়েছে এসডিজি তা ২০৩০ সাল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিদ্যমান লক্ষ্য-লক্ষ্যমাত্রা-সূচকের কাঠামো ব্যবহার করবে, যা এমডিজির আওতা থেকে বিস্তৃত এবং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সীমা জুড়ে মানুষ ও দেশগুলোকে নিয়োজিত করবে।

একসঙ্গে ১৭টি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য হলো সকল স্থানের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও কাজের সুযোগের ব্যবস্থা করে একটি কল্যাণকর ভৌত ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং আমাদের যুবদের স্বাস্থ্যবান ও উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়া নিশ্চিত করা। এসডিজির গুরুত্ব হলো অসমতা হ্রাস, দারিদ্র্যের অবসান এবং পরিবেশের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা ও সংরক্ষণ করা এবং শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ সমাজ গঠন করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এসব লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রায় সঞ্জীবিত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে (এসজিডি ১৭) (অর্থায়ন, সাহায্য, ঋণ, প্রযুক্তি ও সামর্থ্য গড়ে তোলাসহ বাস্তবায়নের উপায়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, যা ছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না।

এসডিজি ১৭ অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নের জন্য সঞ্জীবিত বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের অর্থ হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য দেশ ও সম্প্রদায়গুলোর একটি অভিন্ন শরিকানামূলক স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রযুক্তি ও আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করার একটি জোরালো অঙ্গীকার।

উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিবেচনার মর্মমূলে থাকবে এই রূপান্তরের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত প্রয়োজন। নতুন এই এজেন্ডার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারি, বেসরকারি, জাতীয় ও বৈশ্বিক তহবিলের সংস্থান হতে হবে পর্যাপ্ত। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে দরিদ্রদের কাজ এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে বিজ্ঞপন ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সামর্থ্য।

মিলেনিয়াম ঘোষণার এমডিজি-৮-এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা) এবং ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরিতে অনুষ্ঠিত উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সম্মেলন এবং ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্থিতিশীল উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন অনুযায়ী নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে।

এমডিজি ৮ প্রধানত প্রথাগত দাতাদের দায়িত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে এমডিজির প্রতি সহায়তা বৃদ্ধি ও সম্পদ সংস্থানে সহায়তা করেছে। এছাড়া, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বিকাশ উন্নয়নমূলক দেশগুলোর জন্য তাদের একক ও সমষ্টিগতভাবে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উত্তরণের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় সুযোগ সৃষ্টি করছে।

একই সঙ্গে এমডিজি-৮ 'দাতা-গ্রহীতা' ধরনের একটি সম্পর্ক পাকাপোক্ত করেছে এবং সাহায্য ব্যতীত উন্নয়ন অর্থায়নের ব্যবস্থা করার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়নি। অন্যান্য ঘাটতির মধ্যে ছিল সাহায্য, বাণিজ্য, ঋণ অব্যাহতি, জীবনরক্ষাকরী ওষুধের প্রাপ্তির সুযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো কয়েকটি বিষয়ের অপ্রতুল প্রতিশ্রুতি। অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমডিজি ৮-এর ক্ষেত্রে জোরালো জবাবদিহিতার অভাব আরেকটি দুর্বলতা।

২০১৫-পরবর্তী যুগে উন্নয়ন সহযোগিতা আরো কার্যক্রম করতে হবে।

প্রাপ্ত সম্পদের মান হতে হবে মনোযোগের মূল বিষয়। তা হতে হবে আরো সুস্থিত, পূর্ব কথনযোগ্য ও শর্তারোপমুক্ত। বস্তুতপক্ষে, কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগিতা নীতিমালা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুনরায় সংকলনভুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে, সঞ্জীবিত বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য বুসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এটাকে সকল দেশে জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও প্রক্রিয়ায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতার একটি শরিকানামূলক স্বপ্ন এবং কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতা অনুধাবনের একটি পরিমাপক হিসেবে এগিয়ে নিতে হবে। উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সমন্বিত প্রকৃতির কারণে আজকে উন্নয়ন সহযোগিতার ঐতিহাসিক দাতা-গ্রহীতার উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অত্যন্ত নাজুক দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন অর্থায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে আরো নিয়মিত সরকারি উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ) নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন। এসব দেশের সুবিধার জন্য ওডিএ হিসেবে মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে পূরণ করতে হবে।

একই সঙ্গে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে ঋণের স্থিতিশীল পর্যায় নিশ্চিত করে, দক্ষতা ও সক্ষমতা গড়ে তুলে, বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে ও তার সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা দিয়ে দেশীয় বৈদেশিক বিনিয়োগ ও নবাবিষ্কারমূলক অর্থায়নের ওপর নির্ভর করতে হবে। সঞ্জীবিত বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজে ব্যাপকভিত্তিক কর্ম-কুশীলব থাকতে হবে। জাতীয় ও বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যাদের সুযোগ সীমিত তাদেরসহ সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-কুশীলবের স্বার্থের দায় অংশীদারিত্বকে নিতে হবে। অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সেসব দেশ ও সম্প্রদায়কে থাকতে হবে, এর গঠন ও বাস্তবায়নে তাঁদের বক্তব্যদানের সুযোগ থাকবে।

অংশীদারিত্বকে উন্নয়ন অর্থায়নের বিস্তৃত উৎস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতির সাযুজ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং সবার জন্য স্থিতিশীল উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় এমন বৃহত্তর বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করতে হবে। সম্পদ এবং জ্ঞান ও সামর্থ্যের শরিকানাকে এর কার্যকর সমর্থন দিতে হবে।

২০১৫-পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও সম্পদের লক্ষ্য হবে দেশীয় সম্পদের সংস্থান; অর্থনৈতিক অবকাঠামোর প্রসার; অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সামর্থ্যের উন্নয়ন; উন্নতমানের মৌলিক সামাজিক পরিসেবার প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল নিরসন; দ্রুত ও সামুদায়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়া; খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্যমোচন নিশ্চিত করা এবং শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

শক্তি ও সম্পদের ভিন্নতা থাকলেও শরিকানামূলক উদ্দেশ্যের অংশীদার হিসেবে সব দেশ ও সম্প্রদায়কে ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত রিও+২০ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিলের 'যে ভবিষ্যৎ আমরা চাই' অনুযায়ী পরস্পরকে বেশি শ্রদ্ধা করতে হবে এবং বিশ্বের অভিন্ন এজেন্ডার প্রতি আলোকপাত করতে হবে।

সঞ্জীবিত বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বাস্তবায়নের ভিত্তি হতে হবে অর্জিত ফলের বিদ্যমান প্রমাণ। উন্নয়ন

এরপর পৃষ্ঠা : ৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

ঢাকায় আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন

১২ আগস্ট ২০১৫

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ঢাকাবাসী, হোপ ৮৭ এবং ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শহিদ আখতার হুসেইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম. মনিরুজ্জামান। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রদত্ত বাণী এবং এলিক্স কার্টুন সংবলিত যুব দিবস পোস্টার বিতরণ করা হয়। আলোচনা শেষে যুবকদের অংশগ্রহণে এক বর্ণিল র‍্যালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। অন্যদের মধ্যে ঢাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শুকুর সালেক, ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট দুলাল বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাইদ রেজাউর রহমান, হোপ ৮৭-এর প্রতিনিধি মিস ক্যারোলিন জ্যাকি, সাংবাদিক শিরীন সুলতানা আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণকারী যুবকরাও আলোচনায় যোগ দেন এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা এলিক্স ক্যাম্পেইন তাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন।

এমডিজি রিপোর্ট ২০১৫ প্রকাশ উপলক্ষে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন

৬ জুলাই ২০১৫

এমডিজি রিপোর্ট ২০১৫ প্রকাশ উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ৬ জুলাই এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ ৮টি এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রস্তাবিত স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। অর্থনীতি ও সমাজবিদ ড. জহিরুল আলম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক (কমিউনিকেশন) কাজী আলী রেজা সভাপতিত্ব করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজামান গোলটেবিল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন এবং এমডিজি রির্পোট ২০১৫-এর প্রধান প্রধান তথ্য ও উপাত্তগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে গত পনের বছরে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের এমডিজির লক্ষ্য পূরণে যে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করেছেন সেটার উল্লেখ করেন। তরুণ প্রতিনিধি ছাড়াও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠানের সভাপতি আলী রেজা উল্লেখ করেন টেকসই উন্নয়নে সমতা ও প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার

কথা। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মিজানুর রহমান রাজু অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন এবং এই সমস্যা সমাধানে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ভোগবাদ, তথ্য বিশ্লেষণ, এনজিওর ভূমিকা, মাতৃকালীন মৃত্যু, নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বৈষম্য, দারিদ্র্য, পরিবেশগত পরিবর্তন, গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থা, সমতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে। অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্যানিডেল ও স্কলাসটিকা। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আগামী সেপ্টেম্বরে এসডিজি সম্মেলনের পর তরুণদের অংশগ্রহণে আরও একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের ব্যাপারে একমত হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহায়তায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউএন অ্যাসোসিয়েশন (জুমুনা) ২৭ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজন করে মডেল ইউএন সম্মেলন। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'যুদ্ধ নয়, সমঝোতা'। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ২৫০ জনেরও বেশি ডেলিগেট এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে জাতিসংঘের ৪টি কমিটি, যেমন, বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ সভা-৬ এবং দুটি বিশেষ কমিটি হিসেবে সার্ক ও আন্তর্জাতিক প্রেস গঠিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অন্যদের মধ্যে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মাদ তরিকুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক মো. জান্নাতুল হাবিব এবং জুমুনা মহাসচিব মো. রিয়াজুল করিম বক্তব্য রাখেন।

পৃষ্ঠা : ৩-এরপর

প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি ও জবাবদিহিতা জাতীয়ভাবে পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহে সামর্থ্য জোরদার করতে হবে। নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করতে হবে এবং তাদের সম্পৃক্ততার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। বিশ্ব ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতায় সক্ষম করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে, উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরালো করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সকল পর্যায়ে অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিতে হবে, যা হবে পরিপূরক, অবিকল এক নয়। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অংশীদারিত্বকে জাতিসংঘ ব্যবস্থা ও তার বাইরে গড়ে ওঠা জ্ঞান ও তথ্যের স্পন্দমান কেন্দ্রগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে, যেখানে সকল পর্যায়ে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিগুলো সুদৃঢ় ও জোরদার করার জন্য কর্মকুশীলবরা তাদের স্বার্থ ও প্রস্তাব অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন করবে। এসব বহু স্বার্থসংশ্লিষ্টের কোনো কোনো অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য একত্র হয়ে অত্যন্ত সফল বলে প্রমাণিত করেছে। বিষয়ভিত্তিক মোর্চার পেছনে চলমান কর্মোদ্দীপনার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হলো বিশ্ব তহবিল, জিএডিআই জোট, এভরি উওম্যান, এভরি চাইল্ড এবং সবার জন্য স্থিতিশীল জ্বালানি। স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর আওতাধীন ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়গুলোকে আওতার মধ্যে আনার জন্য এ ধরনের সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে হবে।

আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নের জন্য নতুন অংশীদারিত্বের অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য উত্তর-দক্ষিণ মিথস্ক্রিয়া থেকে বিশ্বজনীন ক্রিয়াকর্মে যাওয়া, একটি নতুন নীতিকাঠামো তৈরি থেকে ২০১৫ সালে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা বাস্তবায়নে যাওয়া, জোরালো পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার দিকে মোড় পরিবর্তন এবং আস্থা ও পারস্পরিক কল্যাণের দিকে মোড় ফেরানো।

এসব চ্যালেঞ্জের মূলে রয়েছে প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণের ইচ্ছা। বর্তমানে নাগালের মধ্যে যে হাতিয়ার ও উপাত্ত রয়েছে তার ভিত্তিতে উপাত্ত ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যা করা প্রয়োজন তা একটা বিপ্লবের চেয়ে কম নয়, প্রতিটি দেশেই এসব সামর্থ্য জোরদার করতে হবে। সব বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানকে তাদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান উপাত্ত ও তথ্যে বিদ্যমান ঘাটতিগুলোর ওপর সর্বাগ্রে আলোকপাত করতে হবে। জাতীয় সরকার ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ জোরদার করার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত ও ব্যবহারের সামর্থ্য গড়ে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলো আঞ্চলিক, জাতীয় ও বিশ্ব পর্যায়ে এসব প্রচেষ্টার সার্বিক কাঠামোর ব্যবস্থা করবে।

আমাদের আর বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই বরং আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের ধারায় রূপান্তর ঘটাতে হবে। সমন্বয়, বাস্তবায়ন, প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজনের বিবেচনা হতে হবে বর্ধিত বহুপক্ষীয় সহযোগিতার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে এজেন্ডা নির্ধারণ, আইন প্রণয়নের কাজ ও পরিচালন ক্রিয়াকর্মের ভিত্তি।

লেখক : **নিখিল শেঠ**
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিকবিষয়ক দপ্তরের স্থিতিশীল উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৫ : নাগরিক কর্মে যুব সম্পৃক্ততা

১৯৯৮ সালের ৮ থেকে ১২ আগস্ট লিসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুবমন্ত্রী সম্মেলনে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ঘোষণা করার সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৯৯ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৫৪/১২০ সংখ্যক প্রস্তাবে অনুমোদন করা হয়।

২০১৫ সালের ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'নাগরিক কর্মে যুব সম্পৃক্ততা'। স্থিতিশীল মানব উন্নয়ন অর্জনে যুবদের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তবু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে যুবদের সম্পৃক্ততার সুযোগ কম বা আদৌ নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে নাগরিক কর্মে যুব সম্পৃক্ততার প্রতি সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন, যুব ও গবেষকদের মনোযোগ এবং নীতি ও কর্মসূচির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালের ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবসকে সামনে রেখে ডিইএসএ এবং ইউএনডিপির যৌথ নেতৃত্বে যুব উন্নয়ন বিষয়ক আন্তঃসংস্থা নেটওয়ার্ক অনলাইন প্রচারাভিযান চালিয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন এর বাণী

১২ আগস্ট ২০১৫

উদীয়মান হুমকি, সহিংস চরমপন্থা, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক রূপান্তর এগুলো একত্রে বিশ্ব যুব সমাজের চ্যালেঞ্জগুলোকে উচ্চমাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো কী এবং তা নিরসনের শ্রেষ্ঠ উপায় কোনটি তা তাদের চেয়ে ভালোভাবে কেউ জানে না। এ জন্য আমি যুব সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছি তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে এবং নেতাদের তাড়না দিচ্ছি তা শুনতে।

যেহেতু বিশ্ব এক অভূতপূর্ব গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, একই ধারায় যুব সমাজ প্রমাণ করছে যে তারা উন্নত ও অর্থবহ সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে অমূল্য অংশীদার। তরুণ ও ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন চিরাচরিত ক্ষমতার ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে নতুন এক চুক্তির পক্ষে কথা বলছে। তরুণ নেতৃত্ব দিয়েছে অভিনব চিন্তা, নিয়েছে সক্রিয় ব্যবস্থা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় হয়েছে সুসংহত, যা পূর্বে কখনো হয়নি।

আমি প্রশংসা করছি সহস্র তরুণদের, যারা অধিকার আদায় এবং অংশগ্রহণের জন্য আন্দোলন করছে, যুব বেকারত্বের উচ্চহার নির্দেশ, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জনগণ ও ধরিত্রীর জন্য বৈশ্বিক কর্মপন্থার প্রস্তাবনা করছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বছরে যখন বিশ্বনেতারা টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি সাহসী নতুন রূপকল্প গ্রহণ করেছে, তখন তারুণ্যের অংশগ্রহণ পূর্বের যে কোনো সময়ের থেকে অধিক মূল্যবান। ইতিহাসের এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আমি তরুণ সামাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, একটি চমকপ্রদ অগ্রগতির দাবি উপস্থাপন এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, যা পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজের উন্নয়ন সাধনে স্বেচ্ছাসেবা একটি আদর্শ উপায় এবং এটি ফলত সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আমরা যেহেতু টেকসই উন্নয়নকে বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, সেহেতু যুব সমাজ জাতিসংঘের সাথেও মিলিত হয়ে কাজ করতে পারে। এই কর্মস্পৃহা এ বছর আন্তর্জাতিক দিবসের প্রতিপাদ্য : 'যুব ও নাগরিকের অংশগ্রহণ'-এর মাঝেই সম্পৃক্ত রয়েছে।

মানবাধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বানে আমি বিশ্বের তরুণ জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে চাই।

এই বছর জাতিসংঘ সনদের ৭০তম বর্ষপূর্তি এবং বিশ্ব যুব কর্মপরিকল্পনার ২০তম বর্ষপূর্তি। এই উদ্দেশ্যকে সহায়তা করতে, আমার 'যুব প্রতিনিধি' ইতিহাসের সর্বাধিকসংখ্যক তরুণের বর্তমান এই প্রজন্মকে কাজে লাগাতে সাহায্য করছে। তিনি যেমনটি বলেছেন, তারুণ্যের অংশগ্রহণ পৃথিবীকে সেভাবেই পরিবর্তিত করতে পারে, যে পৃথিবী আমাদের কাম্য।

আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণে তরুণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করি, যেখানে আমাদের ধরিত্রী সুরক্ষিত এবং সকলের জীবন মর্যাদাপূর্ণ।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ মডেল ইউএন কনফারেন্স ২০১৫ (বানমুন) অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে গত ২৯ জুলাই থেকে ১ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহায়তায় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে আয়োজন করে ৪ দিনব্যাপী মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন, 'বানমুন'। বাংলাদেশের ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৭৩ জন ডেলিগেট এই মডেল জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মো. মনিরুজ্জামান এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তামিম আহমেদ চৌধুরী। সমাপনী অনুষ্ঠানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা মিকা কানেরবাভাউরি ও মো. মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে মোট ১০টি কমিটি থেকে ১১টি রেজুলেশন পাস হয়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মেলনে প্রত্যক অংশগ্রহণকারী ডেলিগেটকে এক সেট করে জাতিসংঘ প্রকাশনা প্রদান করা হয়।

ছবি : ইউনিস্যাব

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org